



“লাইফলাইন” প্রযোজনা সহায়িকা

মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান নির্মাণ সহায়িকা



BBC
MEDIA ACTION

TRANSFORMING LIVES THROUGH MEDIA
AROUND THE WORLD

লেখক

জ্যাকলিন ডাল্টন

অনুবাদ

ট্রান্সলেটর্স উইথাউট বর্ডার্স

পরিমার্জন

হিশাম খান

তপু মণ্ডল

আকিল আশরাফ

সৃজন

ল্যান্স বেলাস

হাসান আলতাফ মাহমুদ

তনুকা পাল

থিওডোরা হ্যানিডেস এবং লিসা রবিনসনকে

তাদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ

বিষয়বস্তু

'লাইফলাইন' অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী?	৪
এটা কীভাবে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে?	৪
খবরের অনুষ্ঠান আর লাইফলাইন অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কী?	৫
মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত গনগোষ্ঠীর কীরকম তথ্য দরকার?	৮
ত্রাণের কাজে সাহায্য করা	১২
'লাইফলাইন' তথ্য জানানো	১৪
কোনো ক্ষতি করবেন না	১৭
সম্প্রচারের বিভিন্ন ফরম্যাট	২০
দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ	২৫
লাইফলাইনের জন্য সাক্ষাৎকার	৩০
আরো তথ্যের প্রয়োজনে	৩৫
পাদটীকা	৩৭
গ্রন্থপঞ্জি	৩৮

‘লাইফলাইন’ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী?

লাইফলাইন অনুষ্ঠান তৈরির উদ্দেশ্য হল মানবিক সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন রক্ষার্থে এবং কষ্ট লাঘবে সহায়তা করা।

“জীবনরক্ষার সাথে সাথে তথ্য বিপদের সময় কষ্ট কমাতে পারে। পরিবারের হারানো সদস্য এবং বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া, তারা কত ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন বা তারা কোথায় থাকবেন তা জানতে পারা, সহজে বুঝতে পারা যে বিপদ কেন ঘটেছে: এই তথ্যগুলো গৃহহীন এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সংকটাপন্ন মানুষদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”

মার্কু নিসকাল্লা, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজের (আই.এফ.আর.সি)-র সাধারণ সচিব।

এটা কীভাবে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে?

কোনো মানবিক সংকট দেখা দিলে মানুষের কিছু প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজন হয়, যেমন : কী হয়েছে? আমরা কোথা থেকে খাবার, থাকার জায়গা এবং পানি পাবো? কীভাবে আমরা নিজেদের রক্ষা করব? কীভাবে আহত মানুষকে সাহায্য করব? কী করে রোগ ছড়ানো আটকাতে পারি? পরিবারের কোনো সদস্য হারিয়ে গেলে কী করব?

তথ্য এবং যোগাযোগের অভাবে মানুষের কষ্ট বাড়তে পারে এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমতে পারে।

মিডিয়া পাওয়া গেছে যে, লাইফলাইনের অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে মিডিয়া জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের একে অপরের সাথে এবং ত্রাণ কর্মী ও নেতাদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ত্রাণ সংস্থাগুলোকে দায়বদ্ধতা করতে পারেন; তারা তাদের চাহিদা ও মতামত তুলে ধরতে পারেন এবং সমস্যার সমাধানে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারেন। আর এভাবেই তারা পুনরায় বাঁচার প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস পারে।

প্রমাণ^১ পাওয়া গেছে যে লাইফলাইনের অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে মিডিয়া জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের একে অপরের সাথে এবং ত্রাণ সংস্থা ও নেতাদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ত্রাণ সংস্থার কাছে দায়বদ্ধতা দাবী করতে পারেন, এবং তারা তাদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারেন এবং সমাধান ভাগ করে নিতে পারেন যা তাদের জীবনকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে প্রেরণা যোগায় এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করে।

খবরের অনুষ্ঠান আর লাইফলাইন অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কী?

প্রচলিত খবর সংগ্রহ ও পরিবেশন করার থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লাইফলাইন অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়। এতে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী এমন তথ্য দেয়া হয় যা শ্রোতাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে সাহায্য করে এবং তাদের উৎসাহ ও সান্ত্বনা যোগায়। এটি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য অনুষ্ঠান, তাদের সম্পর্কে অনুষ্ঠান নয়। এতে সুরক্ষা, খাবার, পানি, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মানসিক আঘাত এবং এরকম আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও উত্তম, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রধান নীতিগুলো একই থাকে। আর সবসময়ের মতোই আপনার কাজের মান নির্ভর করে যথার্থতা, নিরপেক্ষতা, সম্পাদকীয় সততা এবং স্বাধীনতার মতো মূল্যবোধগুলোর উপর।

বাস্তবসম্মত লাইফলাইন তথ্য

শ্রোতাদের দেয়া তথ্যগুলো তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য উপযোগী হতে হবে। জরুরি অবস্থায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গল্পের কথা বিবেচনা করুন:

খবর

“বিতরণ কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা..... ত্রাণ কি সঠিকভাবে দেয়া হচ্ছে...? চাহিদা অনুযায়ী কি যথেষ্ট খাবার আছে...?”

এ সংবাদে কীভাবে সাহায্য পাওয়া বা করা যায় – এবিষয়ক কোনো যথাযথ বা কার্যকরী তথ্য শ্রোতাদের জন্য নেই।

লাইফলাইনের তথ্য

“বিতরণ করা খাবার পেতে হলে, আপনার ভাউচারের দরকার হবে। আপনি _____ রেজিস্টার করতে পারবেন। কিন্তু, ভাউচারগুলো কেনা, বেচা, বা অন্য কিছু বিনিময়ে পাওয়া যায় না..... খাবারের রেশনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ...”

এই তথ্যের ভিত্তিতে শ্রোতারা খাদ্য বিতরণের পদ্ধতি এবং তা পেতে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এগুলো একটু একঘেয়ে না?

আর যে শ্রোতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তাদের কী হবে?

এই বিষয়ে দুটি কথা:

১. যদি আপনি কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন এবং আপনার রোগ, অপুষ্টি এবং এমনকি মৃত্যু হওয়ার ভয় থাকে, তাহলে এই সব তথ্যগুলো সম্ভবত আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক হবে।
২. এটা ততটাই একঘেয়ে লাগবে যতটা একঘেয়ে করে আপনি এটা উপস্থাপন করবেন।

সুচিন্তিত ও সুনির্মিত লাইফলাইনের অনুষ্ঠানগুলো মানুষের জীবন বাঁচাতে বা বিপর্যয়ে পড়া মানুষকে বিপদের মোকাবেলা করতে সাহায্য করা ছাড়াও বৃহত্তর শ্রোতাদের মধ্যে শোনার আগ্রহ তৈরি করতে পারে কারণ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা অন্য মানুষেরা প্রতিদিন কী ধরনের সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন আর কীভাবে তার সমাধান করছেন তা জানতে পারেন।

খবর

“আসন্ন বর্ষায় কলেরা রোগে ক্যাম্পে থাকা হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে...”

এই তথ্য শ্রোতাদের তাদের অবস্থার উন্নতিতে কোনো সাহায্য করে না।

লাইফলাইনের তথ্য

“কলেরা একটা রোগ যার ফলে ___ হতে পারে... এটা ___ মাধ্যমে ছড়ায়... আপনি ___ করে কলেরা থেকে রক্ষা পেতে পারেন... ত্রাণ সংস্থাগুলো পানি শোধন করার ট্যাবলেট বিতরণ করছে... ট্যাবলেটগুলো মেশালে পানির স্বাদ অন্যরকম লাগতে পারে কিন্তু, এটা আপনার জন্য নিরাপদ। ল্যাট্রিন তৈরি করা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই জরুরি কারণ... ল্যাট্রিন বানানোর বিভিন্ন উপায়গুলো হল...”

এই রকম তথ্য মানুষের কাজে লাগে!

সৃষ্টিশীল ও মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান তৈরি করার সবরকম বিকল্প এবং সুযোগ এতে পাওয়া যায় – অনেক সময়ই এটা নির্ভর করে আপনি কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ জীবন রক্ষাকারী বিষয়গুলোকে আপনার প্রতিবেদন বা অনুষ্ঠানে পরিবেশন করছেন তার উপর।

মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত গনগোষ্ঠীর কীরকম তথ্য দরকার?

এটা অবশ্যই নির্ভর করে সংকটের প্রকৃতি এবং তা কোন পর্যায়ে আছে তার ওপর। মানুষ কী তথ্য চাইছে তা নিজে ঠিক না করে আরো জানার চেষ্টা করুন। শ্রোতারা কী চায় তা জানার একটা সহজ উপায় হল তাদের কাছে সেটা জানতে চাওয়া। উদাহরণ হিসেবে, আপনি তাদের সোশ্যাল মিডিয়া/ ফোনে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে বলতে পারেন এবং তাদের থেকে জানতে চাইতে পারেন যে কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা তারা শুনতে চান। মনে রাখবেন, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন চাহিদা থাকতে পারে তাই আপনার গবেষণায় পুরুষ ও নারী এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। এছাড়াও, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে ত্রাণের কাজে সরাসরি যুক্ত আছেন এমন সংস্থার কাছে জানতে চাইতে পারেন যে তারা কোন ধরনের তথ্যের চাহিদা শনাক্ত করেছেন এবং কোন তথ্যগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

সহায়ক নথি: মিডিয়ার
জন্য ত্রাণের প্রতিটি বিষয়
অনুসারে সহায়িকা

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বিষয়
অনুসারে একটা সহায়িকা তৈরি
করেছে যে জরুরি অবস্থায়
কীভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ
মানবিক সমস্যাকে সংবাদমাধ্যমে
পরিবেশন করা হবে। দেখুন:
www.bbcmediaactionlearn.com/lifelinetopicguides

সাধারণ সমস্যার ক্ষেত্রে শ্রোতারা যেসব তথ্য জানতে চাইতে পারেন তার কিছু উদাহরণ ২:

বিপর্যয়ের ঠিক পরে

এই পর্যায়ে বেশিরভাগ সময় বিশৃঙ্খলা এবং বিভ্রান্তি থাকে এবং সাধারণত কোনো সংগঠিত ত্রাণের ব্যবস্থা থাকে না। মানুষ তার আশেপাশে যা দেখতে পায় সেটাই জানে এবং মিডিয়া এই সময় তাদের বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা বোঝাতে এবং নিরাপদ থাকার সবথেকে ভালো উপায়গুলো জানাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা যা জানতে চাইতে পারেন:

- কী ঘটছে? কেন? কোথায়?
- এখন কী কী বিপদ হতে পারে?
- আমি কীভাবে নিজেকে এবং আমার পরিবারকে রক্ষা করব?
- আমি যেখানে আছি সেখানে থাকা কি বিপদজনক? যদি বিপদজনক হয়, তাহলে কোথায় গেলে নিরাপদ থাকব?
- কীরকম সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে, কার কাছ থেকে এবং কীভাবে পেতে পারি?
- কতদিন ধরে এই সংকটজনক পরিস্থিতি চলতে পারে?
- কোথা থেকে এ বিষয়ে আরো তথ্য পেতে পারি?
- আমার শিশুদের মানসিক আঘাত থেকে সামলে উঠতে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

ক্ষতিকর ভ্রান্ত কোনো তথ্য ছড়াচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা এবং সেটি শুধরে দেয়াও জরুরি। অতীত বিপর্যয়ে দেখা গেছে যে ভূমিকম্পের সময় তাকে পারমাণবিক আক্রমণ বলে গুজব রটেছিল, যার ফলে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল; আবার সুনামি আসার ভুল খবরের কারণে পদদলিত হয়ে বহু প্রাণহানি ঘটেছে।

ঘটনার কয়েকদিন পরে

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী সম্ভবত আরো বেশি সংগঠিত হয়ে উঠতে পারে এবং কিছু সেবা বাড়বে এবং চালু থাকবে। সরকার বা স্থানীয় সংস্থাগুলো থেকে কিছু সাহায্য এসে পৌঁছাতে পারে (সাধারণ ব্যাপক মাত্রায় ত্রাণের কাজ শুরু হতে এক থেকে দুই সপ্তাহ সময় লাগে)।

প্রধান প্রশ্নগুলো হতে পারে :

- কোনো খাবার/ পানি/ আশ্রয় পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং কীভাবে তা পেতে পারি?
- কীভাবে আমি নথিভুক্ত হতে পারি যাতে সংস্থাগুলোর দেয়া জিনিষপত্র পেতে পারি?
- কি ধরনের চিকিৎসা সেবা পাওয়া যাচ্ছে? কোথায় গেলে সেটা পাবো?
- কোন সংস্থাগুলো সাহায্য করছে (লোগোর বর্ণনা দিন, কী ভাবে তাদের চেনা যাবে এবং তারা কোন সেবাগুলো দিচ্ছে জানান)?
- স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কী কী ঝুঁকি আছে আর তার থেকে নিজেদের কীভাবে রক্ষা করব?
- আমরা ময়লা-আবর্জনা কোথায় ফেলব?
- সুরক্ষার ক্ষেত্রে কী কী ঝুঁকি আছে? কীভাবে আমি এগুলো কমাতে পারি?
- আমার পরিবারের একজন হারিয়ে গেছে – আমি কী করব?
- কোন কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজ করছে?
- কোন কোন যান চলাচলের রাস্তা খোলা আছে?
- এখন বাড়ি ফেরা কি নিরাপদ?

সঠিক তথ্য দিন!

খবর দেয়ার ক্ষেত্রে, যদি দেখা যায় তথ্য ভুল বা অসম্পূর্ণ, তাহলে সংবাদদাতারা উপর প্রোতারা বিশ্বাস হারান এবং ভালোর পরিবর্তে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

যেকোনো মানবিক সংকটের জরুরি অবস্থায়, ভুল তথ্য মানুষের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিতে পারে, এমনকি তাদের মৃত্যুর কারণও হতে পারে। কল্পনা করুন কী ঘটবে যদি গ্রামবাসীকে জানানো হয় যে, আগামীকাল খাবারের ত্রাণ আসবে যেখানে তা আসতে বেশ কিছুদিন দেরি আছে; বা বিরোধের ফলে ঘরছাড়া মানুষদের বলা হল যে তাদের ঘরে ফেরা এখন নিরাপদ যখন তা নিরাপদ নয়।

যদি ভুল তথ্য সম্প্রচার করা হয়ে থাকে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা সংশোধন করুন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাদের জানান যাতে একারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

বৃহত্তর চিত্র

সেইসব শ্রোতাদের কথা ভাবুন যারা সরাসরি এই সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্ত হননি কিন্তু অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যেমন, যদি আপনার অনুষ্ঠান যদি ক্যাম্পের গৃহহীন মানুষদের নিয়ে হয়, তাহলে সেখানের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কথা ভাবুন যাদের নিজেদের জীবন এবং সম্পদ, হঠাৎ বেড়ে যাওয়া জনশ্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে – এই অবস্থা প্রায়ই ক্ষেত্র তৈরি করে। কী ঘটছে তা বুঝতে এবং তারা কী করতে পারে তা জানাতে – আপনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন তাদের? অন্য দেশ থেকে আসা মানুষদের কীভাবে সাহায্য করা যেতে পারে? যারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জানেন তারা বেশিরভাগ সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকে অথবা ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে জানতে চান তারা কোনোভাবে সাহায্য করতে পারেন কিনা?

ঘটনার কয়েক সপ্তাহ বা মাস পরে

পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত আরো দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা দেখা দেবে যেমন শিক্ষা কার্যক্রম, বাসস্থান, মানসিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা এবং কর্মসংস্থান ও জীবিকা। পুনর্বাসনের বিষয়ে এবং জীবন নতুন ভাবে গড়ে তোলার জন্য কোন কোন বিকল্প রয়েছে এবং কী কী সহায়তা পেতে পারে সেই বিষয়ে তখন মানুষ জানতে চায়।

এছাড়া দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে: সরকারি এবং বৃহত্তর ত্রাণ সংস্থা গুলোর প্রচেষ্টা কি মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারছে? ত্রাণের টাকা কী সঠিক ভাবে খরচ করা হচ্ছে? এক্ষেত্রে এই দীর্ঘমেয়াদী বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠানের বিন্যাস বা ফরম্যাটে বদল আনাটাই সঠিক হবে (বিন্যাসের ধারণার জন্য নিচে দেখুন)।

ত্রাণের কাজে সাহায্য করা

কার্যকরী লাইফলাইন অনুষ্ঠান তৈরি করার জন্য দরকার ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং সমন্বয় তৈরি করা। কাজের শুরুতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারি কর্মীদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি জানতে পারেন কী ঘটছে, তা হতে শ্রোতাদের জন্য দরকারি তথ্য শনাক্ত করুন।

যদি থাকে, তাহলে জাতিসংঘের অফিস ফর কোঅর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্সের (ও.সি.এইচ.এ) মতো **সমন্বয়কারী সংস্থা বা স্থানীয় জরুরি অবস্থা** মোকাবিলা কমিটির সাহায্য নিন।

সাধারণত সাহায্য সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনগণকে প্রধান প্রধান তথ্য প্রদানে একমত থাকেন। আর এসব তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে আপনার সম্পাদকীয় বিচারবুদ্ধিকে ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রেও নির্ভুলতা, পক্ষপাতহীনতা এবং বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

দুঃখজনক ভাবে, শ্রোতারা কী করতে হবে সেই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী তথ্য পেতে থাকে, যা তাদের আরো বিভ্রান্ত করে তোলে। কিছুক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে তথ্য দেয়া ত্রাণের কর্মসূচিতেই থেকে যায়, বাস্তবায়িত হয় না। যার ফলে মানুষ কী করা উচিত

জাতিসংঘের ক্লাস্টার ব্যবস্থা :

ত্রাণ ব্যবস্থা বিভিন্ন “ক্লাস্টারে” বিন্যস্ত করা হয়েছে। ক্লাস্টার হল ত্রাণকার্যের প্রতিটি প্রধান বিভাগ যেমন পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদিতে নিযুক্ত ত্রাণ সংস্থাগুলোর সমষ্টি।

ক্লাস্টার হল এমন এক উপায় যার সাহায্যে ত্রাণ সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এবং তথ্য ভাগ করে নেয়।

প্রতিটি ক্লাস্টারে প্রায়োগিক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা আপনাকে তাদের ক্লাস্টার সংক্রান্ত তথ্য এবং আপনার শ্রোতাদের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

যেমন, আপনি যদি জানতে চান যে নিরাপদ খাওয়ার পানির কীভাবে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আপনি শ্রোতাদের কী বলবেন, তাহলে আপনাকে ওয়াটার, স্যানিটেশন, এবং হাইজিন (ওয়াশ) ক্লাস্টারের সাথে কথা বলতে হবে।

এবং আর আগামী দিনে কী কী সাহায্য পাবে সে বিষয়ে অন্ধকারে থেকে যান। তথ্যের অভাবে গুজব ছড়ানো আর আজগুবি রটনার সুযোগ তৈরি করে, যার ফলে আরো ক্ষতি হয়।

যদি আপনার মনে হয় যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে তথ্য দেয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে না তাহলে সেটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। ত্রাণ সমন্বয়কারীদের মনে করান যে তথ্য তাদের ত্রাণ প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করবে এবং তাদের মানুষের কাজে লাগে এমন তথ্য শনাক্ত করতে অনুরোধ করুন।

ত্রাণ কার্যের সাথে যুক্ত কারো সাথে যোগাযোগ করার সময় সবসময় তাদের বলবেন যে আপনি লাইফলাইন অনুষ্ঠান করছেন, কোনো সাধারণ খবরের অনুষ্ঠান করছেন না। সরকারি তথ্য সরবরাহকারী আধিকারিকরা সাধারণত মিডিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য খবর দেয়ার বদলে তাদের সম্পর্কে খবর দেয়াকে প্রাধান্য দেন। যদি আপনি বোঝান যে, আপনার লক্ষ্য – ত্রাণের কাজে সাহায্য করা, তাহলে সম্ভবত আপনি যা চাইছেন তেমন তথ্য পেতে পারেন। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য আপনাকে হয়ত এমন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে হবে যিনি মাঠ পর্যায়ে সরাসরি ত্রাণের কাজে যুক্ত রয়েছেন।

বড় জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে আপনি সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের পেজে ক্লাস্টারগুলোর যোগাযোগের তথ্য পাবেন এখানে:

<https://www.humanitarianresponse.info/>

ক্লাস্টার ব্যবস্থার বিষয়ে আরো জানতে এখানে দেখুন:

<https://www.humanitarianresponse.info/about-clusters/what-is-the-cluster-approach>

‘লাইফলাইন’ তথ্য জানানো

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মানুষকে **বারবার** জানাবেন, বিশেষ করে শুরুর দিকে। মনে রাখবেন যে আতঙ্কিত মানুষজনের তথ্য মনে রাখতে সমস্যা হয়।
- তথ্য **সহজ, স্পষ্টভাবে** জানাবেন। আপনি একজন সাংবাদিক তাই আপনি আগে থেকে জানেন যে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু লাইফলাইন প্রোগ্রামিং-এর জন্য এটা বিশেষভাবে জরুরি। মানুষ আপনার জানানো তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করবে এবং চরম বিভ্রান্তির সময় তাদের স্পষ্টভাবে সবকিছু জানা দরকার।
- সমস্যা নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে শ্রোতাদের **সমাধানের** উপায় দিন। মানুষকে ইতিবাচক উদাহরণ এবং পরামর্শ দিন।
- যেখানে সম্ভব **সমাধানের পথ দেখিয়ে** তথ্য উপস্থাপন করুন – প্রায়শই মানবিক সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং প্রত্যাশা করা হয় যে তারা চুপচাপ বসে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করবেন। কিন্তু একটু পথ দেখালে পরিস্থিতির উন্নতি করার ক্ষেত্রে তারাই চালিকা শক্তি হতে পারে।
- আপনার পরামর্শ যাতে **বাস্তবসম্মত** হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন – মানুষের কাছে জ্বালানী না থাকলে তাদের খাওয়ার পানি ফোটাতে বলবেন না। পরিস্থিতির ভিত্তিতে কোন সমাধানগুলো কার্যকর এবং উপযুক্ত হবে তা জানতে ত্রাণ বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলুন।
- মানুষকে এই সব তথ্য তাদের বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে **ছড়িয়ে দিতে** উৎসাহিত করুন।

- আরো তথ্য জানার জন্য **কোথায় যোগাযোগ করতে হবে** তা জানান – ওয়েবসাইট, ঠিকানা, ফোন নম্বর, সেবা কেন্দ্র।
- **খবরকে রোমাঞ্চকর করবেন না** (যেমন “এটাই একালের সবচেয়ে বিধ্বংসী বিপর্যয়!”)। যা ঘটেছে সেটাই বলবেন।
- যাদের **বিশেষ চাহিদা** থাকতে পারে তাদের কথা বিবেচনা করবেন। নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং প্রতিবন্ধী মানুষদের মানবিক সংকটে আরো বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
- **তথ্যসূত্র উল্লেখ করবেন**। সংকটকালের বিশৃঙ্খল অবস্থায় নানান ধরনের গুজব ছড়াতে পারে। ঘটনার সত্যতা ভালোভাবে যাচাই করে নিবেন এবং কোথা থেকে জানতে পেরেছেন তা জানাবেন।
- **একটি গোষ্ঠীবদ্ধ মনোভাব** গড়ে তুলুন। যতটা সম্ভব শ্রোতাদের মতামত নিন ও তাদের অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করুন। মানুষের কষ্ট লাঘব হবে যদি তারা নিজেদের একা না মনে করেন।
- মানুষ কীভাবে পরিস্থিতির সাথে সফলভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে তার **বাস্তব উদাহরণ** ব্যবহার করে অন্যদেরও তা করতে উৎসাহিত করুন।
- **আশার সঞ্চারণ করুন** – উৎসাহব্যঞ্জক, ভরসা জাগানো ভঙ্গিতে কথা বলার মতো সাধারণ জিনিসও পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

“যদি আপনি আহত হন, তাহলে আপনার ক্ষতকে পরিষ্কার রাখুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করান। আপনার কাছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র কোথায় আছে জানতে XXX নম্বরে ফোন করুন।”

“ত্রাণ সহায়তা বিনামূল্যে দেয়া হয়! সহায়তা দেয়ার বিনিময়ে কারও অধিকার নেই আপনাকে স্পর্শ করার বা আপনার কাছে যৌনকর্ম/অন্য কোনো সুবিধা দাবী করার অধিকার কারো নেই।”

“যদি আপনি ধর্ষিত বা যৌন লাঞ্ছনার শিকার হন তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবচেয়ে কাছের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবেন। সেখানে আপনার যাতে এইচআইভি বা অন্যান্য যৌন বাহিত রোগ না হয় তার চিকিৎসা করা হবে। এছাড়াও আপনি সেখানে অবাঞ্ছিত গর্ভাবস্থা আটকানোর জন্য গর্ভ নিরোধক বড়ি এবং অন্যান্য সহায়তা ও পরামর্শ পেতে পারেন। এই সেবা গোপন রাখা হবে।”

“পানি, স্বাস্থ্য, শেল্টার এবং শিক্ষার মতো ক্যাম্প-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য কমিউনিটি কমিটি তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে আরো জানতে XXX-এর সাথে যোগাযোগ করুন।”

“বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং প্রতিবন্ধী মানুষদের সবার আগে আশ্রয় দিতে হবে। তাদের পানি সংগ্রহের জায়গা, ল্যাট্রিন, রান্নার জায়গা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাম্পে বসবাসকারী হিসেবে আপনি খেয়াল রাখতে পারেন যাতে তারা নিঃসঙ্গতা বা নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন এবং বিপদের সময় তারা যেন সহজে ঘর খালি করতে পারেন।”

কোনো ক্ষতি করবেন না

তথ্যই শক্তি, কিন্তু অনেক সময় আপনার অজান্তেই বিভিন্ন ভাবে আপনার শ্রোতার ক্ষতি করে ফেলতে পারেন। যদিও আপনি হয়ত সর্বাস্তকরণে তাদের সাহায্য করারই চেষ্টা করছেন। তাই আপনাকে অত্যন্ত ভেবেচিন্তে আপনি কী সম্প্রচার করতে চলেছেন তা ঠিক করতে হবে। নীচের পরিস্থিতিগুলোর কথা বিবেচনা করে দেখুন।

উদাহরণ ১

আপনি রক্ষণশীল সনাতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি অঞ্চলে স্থানীয় বেতার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন। সম্প্রতি এলাকার সশস্ত্র দলগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে এবং ধর্ষণকে লড়াইয়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি জানতে পারলেন যে একটি দাতব্য চিকিৎসা সংস্থা যৌন লাঞ্ছনার শিকার মানুষদের চিকিৎসা করার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করছে। তাই আপনি ঠিক করলেন যে আপনার লাইফলাইন অনুষ্ঠানে সেই নিয়ে একটি অংশ রাখবেন এবং মানুষকে জানাবেন যে যৌন লাঞ্ছনার শিকার হলে কোথায় সাহায্যের জন্য যেতে হবে। অনুষ্ঠানের এই অংশে চিকিৎসা করানোর গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

প্রশ্ন: আপনি যদি সংস্থাটির নাম এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঠিকানা সম্প্রচার করেন তাহলে কী কারো কোনো ক্ষতি হতে পারে?

উত্তর: আপনি যদি সংস্থাটির নাম এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঠিকানা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন তাহলে আপনি লাঞ্ছনার শিকার এবং সংস্থার কর্মী, উভয়কেই ঝুঁকিতে ফেলছেন। বিশেষত যদি ধর্ষণকারীও আপনার অনুষ্ঠানের শ্রোতা হয়।

কোনো মানুষকে অন্যরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে দেখে ফেললে তাকে অপবাদ দেয়া হতে পারে বা পুনরায় আক্রমণ করা হতে পারে।

তাই বেশি নিরাপদ হবে যদি আপনি শ্রোতাদের কীভাবে উপযুক্ত সহায়তা পাওয়া যাবে তা জানার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। ত্রাণকর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা এসময়ে ক্লিনিক সম্পর্কে তথ্য প্রচার করার জন্য আরো বেশি পরিকল্পিত কাজ করতে পারেন, যেমন সামনা-সামনি নারীদের দলের মাধ্যমে অথবা হাসপাতালে লিফলেট লাগানোর মাধ্যমে।

অন্যান্য, অপেক্ষাকৃত কম আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে এই ধরনের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঠিকানা সম্প্রচার করলে কোনো সমস্যা নাও হতে পারে। কিন্তু সবসময়ই সেবা প্রদানকারীর থেকে জেনে নিবেন যে আপনি তাদের কাজকর্মের বিবরণ সম্প্রচার করার ব্যাপারে তারা রাজী আছেন কিনা এবং ঠিক কোন কোন বিবরণ জানাতে তারা রাজী আছেন।

সেই সাথে আপনি তথ্য জানানোর জন্য কেমন শব্দ/ভাষা ব্যবহার করছেন সেটাও ভেবে দেখুন। 'ধর্ষণ' কথাটা অত্যন্ত সংবেদনশীল – তাই কোন সেবা দেওয়া হচ্ছে তা এত সরাসরি না বলে অন্যভাবে বলাই ভালো।

নিরপেক্ষতা

লাইফলাইনের অনুষ্ঠানের পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে, বিশেষত যদি মানবিক সংকটটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে হয়। লাইফলাইন তথ্য সংগ্রহ, প্রদান এবং কাদের দেবেন সেই সম্পর্কে একেবারে নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন থাকবেন।

সাবধান থাকবেন যাতে কেউ সংকটের সুযোগ নিয়ে নিজের রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টায় আপনাকে কাজে লাগাতে না পারে।

যেমন একজন রাজনৈতিক নেতা বলতে পারেন যে: “এই এলাকায় XXX গোষ্ঠীর মানুষজন কলেরা রোগ নিয়ে এসেছে।”

আপনার শ্রোতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাকে তুলে ধরতে হবে, যেমন: “স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে এই এলাকায় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। আপনার যদি ঘন ঘন পানির মতো পায়খানা বা বমি হয় তাহলে অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে বা চিকিৎসা কেন্দ্রে যান। দ্রুত চিকিৎসায় কলেরা ভালো হয় এবং তাই দ্রুত চিকিৎসা আপনার জীবন বাঁচাতে পারে।”

উদাহরণ ২

আপনি দুর্ভিক্ষ কবলিত একটি এলাকায় সম্প্রচার করছেন যেখানকার লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষ। আপনি জানতে পারলেন যে একটি ত্রাণ সংস্থা আগামীকাল পাঁচটি গ্রামে খাবার বিতরণ করবে। আপনি আপনার শ্রোতাদের ত্রাণ সরবরাহের জায়গা এবং সময় সম্পর্কে জানাতে চান যাতে তারা ত্রাণ নিতে পারে।

প্রশ্ন: এই তথ্য সম্প্রচার করার কী কোনো ঝুঁকি আছে?

উত্তর: খুব সম্ভবত। পুরো দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চল জুড়ে একটি ছোট এলাকায় নির্বাচিত কিছু মানুষকে একবার ত্রাণ বিতরণের খবর সম্প্রচার করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেখানে বিতরণ করা হচ্ছে সেখানে প্রচুর মানুষ এসে পড়ায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে এবং হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটতে পারে। সংঘর্ষপূর্ণ এলাকায় ত্রাণের ট্রাক অপহরণ এবং ত্রাণ অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলাও হতে পারে। কিছু পরিস্থিতিতে খাবার বিতরণ সম্পর্কে তথ্য জানালে কোনো সমস্যা নাও হতে পারে কিন্তু অবশ্যই ঝুঁকিগুলোর বিষয়ে ভালোভাবে বিবেচনা করবেন এবং আগে থেকে সংশ্লিষ্ট ত্রাণ সংস্থার অনুমতি নিবেন।

সম্প্রচারের বিভিন্ন ফরম্যাট

লাইফলাইন প্রোগ্রামের সবচেয়ে উপযুক্ত ফরম্যাট এবং দৈর্ঘ্য অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যার মধ্যে রয়েছে সংকটের পর্যায়, মাত্রা, তীব্রতা, সম্প্রচার চ্যানেল (উদাহরণস্বরূপ: একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য স্থানীয় কোনো স্টেশন বনাম সমগ্র দেশে সম্প্রচারকারী কোনো চ্যানেল, যেখানে সব শ্রোতা সংকট দ্বারা প্রভাবিত নাও হতে পারে)। এছাড়া বিদ্যমান অনুষ্ঠান এবং শ্রোতাদের পছন্দগুলোর সাথে যা সবচেয়ে মানানসই তার উপরো ফরম্যাট নির্ভর করে।

লাইফলাইন তথ্যগুলো একটি বিশেষ লাইফলাইন প্রোগ্রামের বিভাগ হিসেবে বা বিদ্যমান অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন: একটি সাধারণ সংবাদ প্রতিবেদনের অতিরিক্ত বিভাগ হিসেবে বা ম্যাগাজিন প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে। লাইফলাইনের তথ্যগুলো এভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

- **তথ্য বুলেটিন হিসেবে** – একজন উপস্থাপক কী ঘটছে তা সরলভাবে ব্যাখ্যা করবেন এবং কী করতে হবে তার স্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। হঠাৎ বড় কোনো জরুরি অবস্থার ঠিক পরে এ ধরনের বুলেটিন বিশেষভাবে উপযুক্ত।
- **সাক্ষাৎকার** – ত্রাণ কার্যে জড়িত কোনো বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী ইত্যাদির সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। উপযুক্ত হলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (নীচে 'লাইফলাইনের জন্য সাক্ষাৎকার' দেখুন)।

- **সচিত্র বুলেটিন**, যার মধ্যে রয়েছে মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট, প্যাকেজ এবং সাক্ষাৎকার।
- **বিরতিতে দেয়া তথ্য বা জনকল্যাণে করা ঘোষণা** – নিয়মিত প্রোগ্রামগুলোর মাঝে কোনো একটি বিষয় নিয়ে লাইফলাইন তথ্যের ছোট সেগমেন্ট।
- **ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম**, উল্লিখিত একাধিক ফরম্যাটের সংমিশ্রণ এবং উপযুক্ত হলে শ্রোতাদের ফোন-ইন।
- **নাটক** – জটিল বা সংবেদনশীল বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার জন্য একটি দরকারি মাধ্যম, সাধারণত একটি সংকটের পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী অনুষ্ঠান হিসেবে উপযুক্ত।
- **বিতর্ক অনুষ্ঠান** – এটিও কোনো সংকটের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য বেশি উপযুক্ত, এইগুলো ত্রাণ এবং পুনর্নির্মাণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার জন্য উপযোগী হতে পারে।

ফরম্যাট – কেস স্টাডি: নেপালে ভূমিকম্পে সহায়তা

২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে নেপালে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় এবং তার চেয়েও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই লাইফলাইন অনুষ্ঠানের কেস স্টাডিতে দেখা যায় যে, একটি মানবিক জরুরি অবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রয়োজন মোকাবিলা করতে কীভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ফরম্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে।

জরুরি সম্প্রচার

প্রথমে মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন লাইফলাইন সম্প্রচার শুরু করে যা একটি নতুন করে তৈরি করা শর্টওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে সম্প্রচারিত হয়। পাশাপাশি বিবিসি নেপালি এবং কয়েকশ সহযোগী স্টেশনগুলোতেও সম্প্রচারিত হতে থাকে। এইসব সম্প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল আসলে কী ঘটেছে তার তথ্য এবং আরো ক্ষতির থেকে নিজেদের রক্ষা করতে মানুষজন অবিলম্বে কী করতে পারে, সে সংক্রান্ত পরামর্শ (উদাহরণস্বরূপ: ভূমিকম্পের পরে আফটার শক বা পরবর্তী ছোট ছোট ভূমিকম্পগুলোর ঝুঁকি, ক্ষতিগ্রস্ত ভবন এবং ছেঁড়া বিদ্যুতের তারগুলো থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি)।

মিলিজুলি নেপালি – ম্যাগাজিন শো

ভূমিকম্পের পরবর্তী কয়েক দিন ও সপ্তাহগুলোতে আরো বিস্তারিত তথ্য ও সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ করার দরকার ছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তাদের কাহিনী ও সমাধান অন্যদের জানানোর জন্য একটি মঞ্চের প্রয়োজন ছিল। তাই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন মিলিজুলি নেপালি (নেপালের সাথে মিলে) – নামের ১৫ মিনিট ব্যাপি একটি **রেডিও** ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দিনে দুইবার করে সম্প্রচার করা শুরু করে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের জন্যে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর তথ্য বিস্তারিতভাবে

পরিবেশন করা হত – বিশেষ করে আশ্রয়, পয়ঃনিষ্কাশন, খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের বিষয়ে – যা বেঁচে থাকার জন্য ও পুনর্বাসনের জন্য অপরিহার্য ছিল। মিলিজুলি নেপালির প্রযোজকরা সেই সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে – আশাবাদ, ঘুরে দাঁড়ানো এবং পারস্পরিক সাহায্যের মনোভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন গল্প সংগ্রহ করতেন, যাতে তা শ্রোতাদের জানানো যায়। অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধোন্ধায় স্থানীয় এক ইঞ্জিনিয়ারের গল্প যিনি ভূমিকম্পরোধী বাড়ি নির্মাণের জন্য পরামর্শ দিতেন; রামেছাপ জেলার একজন দর্জি যিনি তার পুরোনো দোকান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ পরেই নতুন দোকান খুলে ফেলেছিলেন এবং একজন গর্ভবতী মা যিনি একটি অস্থায়ী শেল্টারে তার শাশুড়ী ও প্রতিবেশীদের সহায়তায় নিরাপদে সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

কথামালা – নাটক

ভূমিকম্পের পরবর্তী পর্যায়ে, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে কাজ করে কথামালা (গল্পমালা) নামে একটি রেডিও নাটিকা শুরু করেছিল। যার প্রধান চরিত্র ছিল মালা নামে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত একজন। ভূমিকম্পের পরে তিনি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের কাছে দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। নিজের কাজে মানুষের বাড়িতে বা অস্থায়ী শেল্টারে গিয়ে তিনি একজন ‘কৌতূহলী প্রতিবেশী’ হিসেবে আশ্রয়, জল এবং পয়ঃনিষ্কাশনের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে অভিজ্ঞতালব্ধ দরকারি এবং ব্যবহারিক পরামর্শ দিতেন। নাটকটির লক্ষ্য ছিল মানুষকে বিপর্যয় পরবর্তী সমস্যাগুলোর সাথে আরো ভালোভাবে মোকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং বর্ষা ও শীতকালীন সমস্যাগুলোর জন্য প্রস্তুত করা।

শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নাটকটি একটি দরকারি হাতিয়ার ছিল; যাতে তারা সামলে ওঠা এবং সমস্যার সমাধান করার সময় তাদের মতো চরিত্রগুলোকে দেখে নিজেদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

সাঁঝা সওয়াল – টেলিভিশন এবং রেডিও বিতর্ক অনুষ্ঠান

এদিকে, বিপর্যয়ের পরের সপ্তাহ ও মাসগুলোতে, ভূমিকম্প আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন ও আশঙ্কা ছিল যা তারা দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরতে চাইছিলেন।

২০০৭ সালে স্থাপিত বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সাঁঝা সওয়াল (সাধারণ প্রশ্ন) হল একটি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক বিতর্কের অনুষ্ঠান যা নেপাল জুড়ে রেডিও এবং টিভিতে সম্প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং প্রান্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন তাদের নেতাদের কাছে নিজেদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

কিছু বিশেষ পর্বে ভূমিকম্পের ফলাফল এবং ত্রাণ ও পুনরুদ্ধারের পদ্ধতিগুলো তুলে ধরা হয়েছিল। সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নেতাদের প্রশ্ন করার এবং শিশুদের স্কুলে ফেরত পাঠানো, জীবিকার জন্য নতুন করে ফসল রোপণ করা এবং পর্যটন শিল্পকে নতুন করে গড়ে তোলার মতো বিভিন্ন বিষয়ে তাদের আশঙ্কা তুলে ধরার জন্য একটা মঞ্চ দেয়া হয়েছিল।

দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ

শুধুমাত্র তথ্য দেয়াই লাইফলাইন প্রোগ্রামিং-এর উদ্দেশ্য নয়। এর মাধ্যমে সংকটগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষদের মতামত জানানোর একটি মঞ্চও দিতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

- ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের প্রয়োজন এবং আশঙ্কা জানাতে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যাতে সমস্যাগুলো ভালোভাবে বোঝা যায় এবং তার সমাধান করা যায়।
- আপনার শ্রোতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শনাক্ত করতে আপনাকে সাহায্য করে, যাতে আপনি তাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠান তৈরি করতে পারেন।
- মানুষজন তাদের সমাধানগুলো একে অপরকে জানাতে পারেন (প্রায়শই সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে কার্যকর সমাধান সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই আসে – কোনো ত্রাণ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নয়!)
- একটি গোষ্ঠীগত দলবদ্ধ মনোভাব তৈরি হয়, যাতে মানুষ কম একাকীত্ব অনুভব করে।
- লাইফলাইন প্রোগ্রাম যেনো তাদের নিজেদেরই – এমন একটা অনুভূতি তৈরির ফলে শ্রোতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- ত্রাণে থাকা খামতি শনাক্ত করতে এবং সরকার এবং ত্রাণ ও সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
- জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব ভুল তথ্য ও গুজব ছড়াচ্ছে তা শনাক্ত ও সংশোধন করতে সহায়তা করে।

দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের কিছু পদ্ধতি

মাঠ পর্যায় থেকে – নিঃসন্দেহে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ও মানুষজনের সাথে মুখোমুখি কথা বলার কোনো বিকল্প হয় না। আপনি লাইফলাইনের জন্য কাজ করছেন তা ভুলবেন না, এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রোতাদের জন্য কী উপযোগী হবে তার উপর মনোযোগ দেবেন।

এসএমএস, ইমেল এবং ভয়েস মেসেজ – আপনি মানুষকে একটি বিশেষ নম্বরে এসএমএস করতে বা ভয়েস বার্তা রাখতে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

লাইভ ফোন-ইন – সংকটের প্রথম কিছুদিনের মধ্যে এটা করা সঠিক হবে না; কারণ এই সময় ফোনের লাইন ঠিকমত কাজ নাও করতে পারে এবং এই সময় যেসব মানুষ যোগাযোগ করবেন তারা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, বিভ্রান্ত এবং মরিয়া অবস্থায় থাকতে পারেন। লাইভ অনুষ্ঠান, যেখানে ফোন করে কথা বলা যায় – এসকল অনুষ্ঠান সংকটের পরবর্তী পর্যায়ে বা সামলে ওঠার সময়ে করা ভালো; যখন মানুষ ঠিকভাবে তাদের পরিস্থিতিকে বুঝতে পারবে এবং ত্রাণকার্য ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা বলতে পারবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার – খুব তাড়াতাড়ি খবর দেয়া ও সংগ্রহের জন্য ফেসবুক,টুইটার,হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, এবং অন্যান্য মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে

- শ্রোতাদের অংশগ্রহণ করার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি এই পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা সঠিক হবে তা ভাবুন। একটা পরিস্থিতিতে যে পদ্ধতি ভালোভাবে কাজ করে তা আরেকটা পরিস্থিতির জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত হতে পারে। ভাবার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:
 - কী প্রযুক্তি বা অবকাঠামো কাজ করছে?
 - এই পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য কী কী থাকা দরকার?
 - শ্রোতারা কি সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন?

- লোকেরা কী তাদের মোবাইল এস.এম.এস এর জন্য ব্যবহার করে নাকি শুধুমাত্র কথা বলার জন্য ব্যবহার করে?
- শ্রোতারা কোন কোন দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত? যেমন: তারা কী রেডিওতে ফোন করে কথা বা সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলোর সাথে পরিচিত? সব থেকে বিচ্ছিন্ন বা অসহায় মানুষদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কোন মাধ্যম সবথেকে বেশি কার্যকরী হবে?
- আবাস্তব প্রত্যাশা তৈরি করবেন না। যদি আপনি লোকেদের তাদের দুশ্চিন্তা জানানোর জন্য আপনার সাথে যোগাযোগ করতে বলেন, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবেন যে, কীভাবে তারা তাদের চাহিদার কথা জানাতে পারবেন, কিন্তু আপনি নিজে সেই সমস্যার সমাধান করতে বা তাদের কাছে ত্রাণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন না।
- আপনার পাওয়া অনেক তথ্য এই সহায়তায় নিযুক্ত থাকা কর্তৃপক্ষ বা ত্রাণ সংস্থাগুলোর জন্য মূল্যবান হতে পারে। যদি আপনার কাছে উপায় থাকে তাহলে ভাবুন কীভাবে শ্রোতাদের জানানো মূল সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলো সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।
- জনগোষ্ঠী একসাথে মিলে কীভাবে সংকটের বিরুদ্ধে যুঝছে তার কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করুন এবং আদর্শ হিসাব তুলে ধরুন যাতে সেটা অন্যদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।
- অসংখ্য ফোন এবং মেসেজ আপনার কাছে আসার সম্ভাবনা আছে। লোকেদের আপনার সাথে যোগাযোগ করতে বলার আগে ভালো করে ভেবে নিন যে আপনি কীভাবে সে তথ্যগুলো সামলাবেন। আর একটা ব্যবস্থা তৈরি করুন যাতে তথ্যগুলো

সঠিকভাবে সংগ্রহ এবং বিন্যস্ত করা যায়। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত কর্মীর ব্যবস্থাও করুন।

- যদি আপনি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো ব্যবহার করতে চান তাহলে ভালো করে চিন্তা করুন কীভাবে বিষয়বস্তু মডারেট করবেন। যদিও এই সাইটগুলো মানুষকে তাদের চাহিদা জানানোর জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত একটি মঞ্চ দেয়; কিন্তু আপনার পেজে মানুষজনের ভুল তথ্য পোস্ট করার ঝুঁকি কীভাবে সামলাবেন বিবেচনা করুন।

দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ- কেস স্টাডি: পশ্চিম আফ্রিকায় ইবোলার জন্য সহায়তা দেয়া

২০১৪-১৫ তে পশ্চিম আফ্রিকাতে যখন ইবোলা দেখা দিয়েছিল, তখন বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন অন্যান্য সহযোগীদের সাথে মিলে সিয়েরা লিওন এবং লাইবেরিয়ার জন্য 'কিক ইবোলা' নামের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বেতার নাটিকা, জনসেবামূলক ঘোষণাসহ বিশেষ লাইফলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তারা শ্রোতাদের যোগদানের জন্য মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ফোন-ইন এবং এসএমএস ব্যবহার করেছিল, যাতে সংকটের সময় মানুষ একে অপরকে সাহায্য করতে পারেন এবং তাদের প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানে কী করেছেন তা জানাতে পারেন।

সম্প্রচারের সময়, কিক ইবোলা ফেসবুক পেজে ১১,৬৯৭ জন ফলোয়ার, যা লাইবেরিয়ানদের ফেসবুকে সব থেকে বড় নিউজ গ্রুপ ছিল। সিয়েরা লিওনে, অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হোয়াটস অ্যাপ সেবায় অনুসরণকারীর সংখ্যা ১৫,০০০ জনেরও বেশি ছিল।

অনুষ্ঠানগুলোর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে :

- শ্রোতাদের মতামত জানানোর সুযোগ দেয়া এবং সেই সময়ে উঠে আসা সমস্যা ও আশঙ্কাগুলোকে অনুষ্ঠানে তুলে ধরা ও তা সমাধানের জন্য আলোচনার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল।
- মানুষের ভালো লেগেছিল যে তারা অন্যান্য সাধারণ মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছে এবং স্থানীয় রেডিও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারছে (ফোন করার জন্য প্রচুর খরচা হলেও এই সমস্ত অনুষ্ঠানে ফোন করে লোকজন কথা বলতে চাইত)।
- বেশিরভাগ সহায়তাকারীরা (প্রায় ৮৫%) স্বীকার করেছিলেন যে ‘কিক ইবোলা’ শ্রোতাদের তাদের আশঙ্কা তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছিল।
- শ্রোতাদের মনে হয়েছিল যে তারা তাদের মতামত এবং আশঙ্কা তুলে ধরার সুযোগ পাওয়ার ফলে তাদের সমস্যাগুলো সহায়তাকারীদের কাছে আরো বেশি গুরুত্ব পাবে।
- অনুষ্ঠান আয়োজকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রেখে মানুষের প্রধান সমস্যাগুলো বুঝতে পারছিলেন এবং সেই সাথে প্রচলিত ভুল ধ্যানধারণা সম্পর্কে জানতে পারছিলেন ও যেগুলো নিয়ে অনলাইনে এবং রেডিওতে পরে আলোচনা করছিলেন।

লাইফলাইনের জন্য সাক্ষাৎকার

যখন আপনি কাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে ও তাদের কী কী প্রশ্ন করা হবে তা নির্বাচন করবেন তখন মনে রাখবেন লাইফলাইন অনুষ্ঠান সংকটাপন্ন মানুষদের সম্পর্কে নয় বরং তাদের জন্য নির্মিত হচ্ছে। তাদের এমন মানুষদের সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করবেন যারা দরকারি তথ্য, যেকোনো ধরনের নির্দেশনা বা উৎসাহব্যঞ্জক কিছু জানাতে পারবেন। মনে রাখবেন, মানুষ এই সময়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং অসহায় হতে পারেন। কিছু পরিস্থিতিতে – বিশেষ করে বিরোধের ক্ষেত্রে – সেই সব মানুষদের অনুষ্ঠানে সামিল করা সমীচীন হবে না যারা সরাসরি এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ এর ফলে তারা আরো বেশি বিপদে পড়তে পারেন।

লাইফলাইনে এমন প্রশ্ন করুন যার উত্তরগুলো সমাধানের পথ দেখাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের উৎসাহ দেবে। এখানে কিছু দরকারি এবং অদরকারি প্রশ্নের নমুনা দেয়া হল:

অদরকারি প্রশ্ন

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে:

- আপনি সন্তানকে হারিয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনি ভেঙে পড়েছেন?
- যখন আপনার বাড়িটা ভেঙে পড়েছিল তখন আপনার কেমন লেগেছিল?

ত্রাণ বিশেষজ্ঞকে :

- এই মানবিক সহায়তার জন্য কত টাকা প্রয়োজন? (এর উত্তর কোনোভাবেই সংকটাপন্ন মানুষদের করণীয় জানায় না।)
- এটা কি আপনার দেখা সবথেকে ভয়ানক সংকট?

দরকারি প্রশ্ন

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে:

- আপনি যে দুর্বস্বার মধ্যে দিয়ে এসেছেন তার সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য কী কী করেছেন?
- আপনি যে নতুন অস্থায়ী বাসাটি তৈরি করেছেন সেটার বিষয়ে কিছু বলুন আর কীভাবে এটিকে আরো মজবুত এবং সুরক্ষিত করে তুলেছেন?

ত্রাণ বিশেষজ্ঞকে :

- এই সময় মানুষ কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত এবং সুস্থ রাখতে পারে?
- যদি কেউ তাদের পরিবারের কোনো সদস্যকে খুঁজে না পান তাহলে তাদের কী করা উচিত?
- যদি কোনো মানুষের মনে হয় যে তিনি মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত তাহলে আপনি তাকে কী উপদেশ দেবেন?

লাইফলাইন সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় কী করা উচিত আর কী করা উচিত না?

- ✓ সঠিক সাক্ষাৎকারদাতাদের নির্বাচন করুন। আপনি যে বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলবেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করে নিন এবং তারা ভালো বক্তা কিনা ও নিজেদের মতামত ও পরামর্শগুলো পরিস্কারভাবে শ্রোতাদের জানাতে পারবেন কিনা দেখে নিন।
- ✗ প্রস্তুতি না নিয়ে সাক্ষাৎকার নিতে যাবেন না। যে বিষয়ে কথা বলবেন সে বিষয়ে আগে থেকে গবেষণা করুন। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শ্রোতাদের কী জানাতে চান (যেমন 'কেন এবং কীভাবে তারা পানি শোধন করে খাবে তা শেখাতে চাই'), এবং কী প্রশ্ন করলে সেই তথ্য পাওয়া যাবে তা ঠিক করুন।
- ✓ সাক্ষাৎকারদাতাকে আগে থেকে বলে রাখুন যে আপনি তার সাক্ষাৎকার কেন নিচ্ছেন এবং তাদের কাছ থেকে আপনি কী জানতে চাইছেন - এটা করলে আপনি যা চাইছেন তা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
- ✗ কখনও বিশেষজ্ঞকে তার বিষয়ের বাইরে কোনো প্রশ্ন করবেন না।

- ✓ এক এক করে স্পষ্ট ভাষায় সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- ✗ উত্তরগুলো অগ্রাহ্য করবেন না। উত্তরদাতার পুরো কথা শুনুন এবং যদি তারা কিছু আগ্রহউদ্দীপক বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু উল্লেখ করেন তাহলে সে বিষয়ে আরো প্রশ্ন করুন – অনেকসময় সাংবাদিকরা বক্তার কথা না শুনে তাদের পরের প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।
- ✓ সাক্ষাৎকারের উত্তর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শ্রোতাদের ভালোভাবে বোঝানো এবং তার গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য সেটির পুনরাবৃত্তি/ সারসংক্ষেপ করুন, (উদাহরণস্বরূপ: “তার মানে আপনি বলছেন যে ইবোলার উপসর্গ দেখা দিলে লোকজনের অবশ্যই 111 নম্বরে কল করতে হবে। আর উপসর্গগুলো হচ্ছে প্রবল জ্বর...”)
- ✗ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী কোনো জটিল শব্দ ব্যবহার করলে বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলে সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে বলবেন। যদি উত্তরগুলো স্পষ্ট না হয় বা অপ্রাসঙ্গিক হয়, তাহলে তার কথা থামিয়ে তাকে আরো স্পষ্টভাবে বলতে বলুন বা শ্রোতাদের জন্য আরো প্রাসঙ্গিক তথ্য দিতে বলুন। আপনি যদি প্রি-রেকর্ডিং করেন তবে আপনি সাক্ষাৎকারটি থামিয়ে দিতে পারেন, আপনার কী প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করে প্রশ্নটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন।
- ✓ সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া কোনো তথ্য সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত না হলে তার সত্যতা যাচাই করে নিবেন।
- ✗ ধরে নিবেন না যে ত্রাণ কর্মীরা এবং উর্দি পরা মানুষেরা সঙ্কটে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তারা হয়তো প্রিয়জন বা সহকর্মীকে হারিয়ে থাকতে পারেন অথবা তারা যে-দুঃখ কষ্ট নিজ চোখে দেখছেন তার কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্তও হতে পারেন।

সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাক্ষাৎকার নেয়া:

- সাক্ষাৎকার নেয়ার পূর্বে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিন। আপনার সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলুন এবং এটি কোথায় সম্প্রচারিত হবে তা জানিয়ে দিন। আপনাকে “না” বলা হলে, জোর করবেন না। অনেকের জন্য তাদের কাহিনী বলা কষ্ট কমাতে সাহায্য করে, অন্যদের জন্য আবার এটা কষ্টদায়ক হতে পারে।
- নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: যদি কোনো ব্যক্তি কথা বলতে ইচ্ছুকও হন, তবুও তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হলে কোনো কারণে তাদের ক্ষতি হওয়ার কোনো ঝুঁকি রয়েছে কিনা তা স্পষ্ট করুন।
- তারা নিশ্চিতবোধ করবেন এমন একটি জায়গা খুঁজুন।
- সহানুভূতি প্রদর্শন করুন।
- তাদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন না।
- ধীরে ধীরে কথা বলুন, মন দিয়ে শুনুন এবং ধৈর্য ধরুন। যারা মানসিক আঘাত পেয়েছেন তাদের পক্ষে তথ্যের মর্ম উদ্ধার করা কষ্টকর হতে পারে – তাদের দীর্ঘ সময় নীরব থাকতে দিন এবং প্রয়োজন হলে মৃদু স্বরে পুনরায় প্রশ্নটি করুন।
- আপনার দেহ ভঙ্গিমার দিকে নজর দিন: মানসিক চাপে থাকলে মানুষ তার কথা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনছে দেখলে খুশি হয়। আপনার দেহ ভঙ্গিমায় এটি প্রতিফলিত করার চেষ্টা করুন।

- এমন প্রশ্ন করুন যার উত্তর বক্তার উপর নির্ভর করবে।
- তারা আপনাকে তাদের পরিস্থিতিতে সরাসরি সহায়তা করতে অনুরোধ করতে পারেন – আপনার করার ইচ্ছা বা উপায় না থাকলে, তাদের সাহায্য করার ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন না।
- শিশুদের সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে পিতামাতা / অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুমতি নিন।
- কখনো শিশুদের কোনো আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে বলবেন না। এটি আরো মানসিক ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।
- পরিশেষে, আপনার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। নিজের যত্ন নিন। ভালোভাবে ঘুমান, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করুন এবং আপনার দৈহিক বা মানসিক সুস্থতায় কোনো প্রভাব পড়লে সাহায্য নিন। যেসমস্ত সাংবাদিকরা কোনো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে সংবাদ দেয়ার কাজ করছেন তাদের জন্য dartcenter.org এ পরামর্শ ও সহায়তা রয়েছে।

আরো তথ্যের প্রয়োজনে

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন

www.bbcmmediaactionilearn.com/lifelineprogramming

ত্রাণ সংস্থা এবং মিডিয়ার জন্য লাইফলাইন যোগাযোগ
সংক্রান্ত সরঞ্জাম এবং রিসোর্সের সাইট।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন

[www.bbcmmediaactionilearn.com/course/
view.php?id=46](http://www.bbcmmediaactionilearn.com/course/view.php?id=46)

মিডিয়ার জন্যে লাইফলাইন প্রোগ্রামিং-এর অনলাইন কোর্স।

হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স

www.humanitarianresponse.info

জাতিসংঘের OCHA – নেতৃত্বাধীন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম,
যেখানে দেশ ভিত্তিক তথ্য এবং পরিচিতি একত্রিত
আছে। এটিতে সাম্প্রতিকতম মানবিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন
ক্লাস্টারের জন্য মিটিংয়ের সময়সূচী এবং সহায়তার বিভিন্ন
বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত আছে।

CDAC নেটওয়ার্ক

www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ
সংক্রান্ত তথ্য, সম্পদ এবং গবেষণা।

রিলিফওয়েব

www.reliefweb.int

মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য এবং বিশ্লেষণ, মানচিত্র ও
গ্রাফিক্সের মাধ্যমে মানবিক সংকটের চালচিত্রের উপস্থাপনা।

আইরিন

www.irinnews.org

মানবিক সংকট এবং সমস্যা সংক্রান্ত সংবাদ এবং বিশ্লেষণ।

আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপ

www.crisisgroup.org

এতে রয়েছে ক্রাইসিস ওয়াচ, একটি মাসিক আগাম সতর্কতার বুলেটিন যা সারা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতের সাম্প্রতিকতম অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

স্ফিয়ার হ্যান্ডবুক: মানবিক চার্টার এবং মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান

www.sphereproject.org/handbook/

স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকটি সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উন্নত মানের মানবিক সহায়তা প্রদানের সাধারণ নীতিমালা এবং ন্যূনতম মানদণ্ডের সেট। বহু ত্রাণ সংস্থা তাদের কাজের নির্দেশিকা হিসেবে এটি ব্যবহার করে।

ডার্ট সেন্টার

dartcenter.org

সহিংসতা ও সংকটের সংবাদ প্রদানকারী সাংবাদিকদের জন্য প্রবন্ধ, বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার, একজন সাংবাদিকের জন্য অন্য সাংবাদিকের পরামর্শ, টিপ শিট এবং অন্যান্য সহায়তা।

পাদটীকা

- ১ হ্যানিডেস, টি (২০১৫) জরুরি অবস্থায় মানবিক সম্প্রচার: মূল্যায়ন ফলাফলের একটি বিশ্লেষণ। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গবেষণা রিপোর্ট [অনলাইন]। এখানে দেখুন: <http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf>
- ২ এখান থেকে নেয়া হয়েছে: ইন্টারনিউজ (২০১০) পাকিস্তানে মানবিক রিপোর্টিং: সাংবাদিকদের হ্যান্ডবুক [অনলাইন] এখানে দেখুন: http://internews.org/sites/default/files/resources/HumanitarianReporting_JournalistsHandbook_Pakistan_.pdf

গ্রন্থপঞ্জি

অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস (২০১১) দুর্ভোগ থেকে উত্তরণে যোগাযোগ [অনলাইন]। এখানে দেখুন:
<http://www.redcross.org.au/communicating-in-recovery.aspx>

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন (২০০৮) লেফট ইন দ্য ডার্ক: আপৎকালীন সহায়তায় তথ্যের অপূর্ণ চাহিদা [অনলাইন]। এখানে দেখুন:
http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/trust/pdf/humanitarian_response_briefing.pdf

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন (২০১২) স্টিল লেফট ইন দ্য ডার্ক? কীভাবে জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষ বেঁচে থাকার জন্যে যোগাযোগ ব্যবহার করে – এবং ত্রাণ সংস্থাগুলো কীভাবে সাহায্য করতে পারে [অনলাইন]। এখানে দেখুন:
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/policybriefing/bbc_media_action_still_left_in_the_dark_policy_briefing.pdf

হ্যানিডেস, টি. (২০১৫) জরুরি পরিস্থিতিতে মানবিক সম্প্রচার: মূল্যায়ন ফলাফলের বিশ্লেষণ। একটি বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গবেষণা রিপোর্ট [অনলাইন]। এখানে দেখুন:
<http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf>

হিবেল, এল. (২০০১) লাইফলাইন মিডিয়া: সংকটাপন্ন জনমানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা [অনলাইন]। এখানে দেখুন:
http://www.unisdr.org/files/636_10303.pdf

হবফল, এস.ই. এবং অন্যান্য। (২০০৭) তাৎক্ষণিক ও মাঝারি মেয়াদের গণ মানসিক বিপর্যয়ে হস্তক্ষেপের পাঁচটি প্রয়োজনীয় উপাদান: অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ [অনলাইন]। মনোবিজ্ঞান, ৭০:৪ এখানে দেখুন:

http://cde.state.co.us/sites/default/files/Article_FiveEssentialElementsofImmediate.pdf

ইন্টারনিউজ (২০১০) পাকিস্তানে মানবিক সাংবাদিকতা: সাংবাদিকদের হ্যান্ডবুক [অনলাইন]। এখানে দেখুন:

http://internews.org/sites/default/files/resources/HumanitarianReporting_JournalistsHandbook_Pakistan_.pdf

ইন্টারনিউজ (২০১৪) মানবিক সংকটের প্রতিবেদন – প্রশিক্ষক ও সাংবাদিকদের জন্য একটি ম্যানুয়াল এবং মানবিক কর্মীদের জন্য একটি ভূমিকা [অনলাইন]। পাওয়া যাচ্ছে:

https://www.internews.org/sites/default/files/resources/IN140220_HumanitarianReportingMANUAL_WEB.pdf

নেলসন, এ এবং নেলসন, ডি. (২০০৮) যেসব সাংবাদিকরা বিপর্যয় কভার করছেন তাদের জন্য দরকারি পরামর্শ। ijnet, ২৭ জুন। এখানে দেখুন:

<http://ijnet.org/en/blog/practical-suggestions-journalists-covering-catastrophe>

ইউনিসেফ (২০০৬) জরুরি অবস্থায় আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ: একটি টুলকিট [অনলাইন]। এখানে দেখুন:





www.unicef.org/ceecis/BCC_full_pdf.pdf

এই সহায়িকাটি তৈরিতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন-এর মানবিক কার্যক্রমের পৃষ্ঠপোষক ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট-কে অর্থায়ন করার জন্য ধন্যবাদ। কমন সাউন্সের জন্য কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ও অ্যাকাউন্টিবিলিটির অংশ হিসেবে এই সহায়িকাটি জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা, আইওএম-এর অংশীদারিত্বে এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট-এর অর্থায়নে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

এই সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর দায়ভার বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন-এর এবং এটি পৃষ্ঠপোষক কোনো দাতব্য সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে না।

© বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ২০১৮

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

-  +88 (০) ২০ ৭৪৮১ ৯৭৯৭
-  +88 (০) ২০ ৭৪৮১ ৯৭৫০
-  media.action@bbc.co.uk
-  bbcmediaaction.org

নিবন্ধিত কার্যালয়:

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন
ব্রডকাস্টিং হাউস
পোর্টল্যান্ড প্লেস
লন্ডন W1A 1AA
ইউনাইটেড কিংডম

নিবন্ধিত চারিটি নম্বর (ইংল্যান্ড ও ওয়েলস): 1076235

